যুগান্তর

তারিখ 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

গরিবের পাঠশালা জনতাবাগ উচ্চবিদ্যালয়

খোরশেদ আলম শিকদার

গরিবের পাঠশালা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে রাজধানীর কদমতলী থানার জনতাবাগ উচ্চবিদ্যালয়। এলাকায় দরিদ্র ও ছিন্নমূল ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এ বিদ্যালয়। সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে এলাকার সমাজসেবক ব্যক্তিরা এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নামমাত্র খরচে বা বিনা খরচে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে।

এ স্কুলে এক পরিবার থেকে দু'জন শিক্ষার্থী এলে একজনের টিউশন ফি অর্ধেক এবং ৩ জন শিক্ষার্থী হলে একজনের টিউশন ফি পুরোপুরি ফ্রি করা হয়। এছাড়াও হতদরিদ্র, দরিদ্র ও ছিন্নমূল শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ছাড়া পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে।

রাজধানীর কদমতলীর জনতাবাগ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। সোমবারের ছবি যুগান্তর

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রী রয়েছে প্রায় চারশ'। শিক্ষক রয়েছেন ১৯ জন ও কর্মচারী ৬ জন। ২০০৪ সালে বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করা হয়। ২০০৩ সালে নবম ও দশম শ্রেণীতে পাঠদান শুরু করা হয়। বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলা একটি ও টিনশেড একটি ভবন রয়েছে। বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে। বিদ্যালয়টি পিইসি, জেএসসি ও এসএসসিতে প্রতিবছরই ভালো ফল করে আসছে।

পর্যাপ্ত কক্ষ না থাকায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষেই লাইব্রেরি রাখা হয়েছে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষ কম থাকায় দুই শিফটে ভাগ করে ক্লাস নেয়া হয়। তারপরও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বিশেষ ক্লাসগুলো নিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এখানে ছাত্রপ্রতি টিউশন ফি নেয়া হয় মাসিক ৩০০ টাকা এবং সেশন ফি নেয়া হয় ৭০০ থেকে ১ হাজার টাকা, যা রাজধানীর অন্য যে কোনো স্কুলের তুলনায় খুবই কম।

বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ১৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন কর্মচারী ২৯ বছর ধরে এমপিওকরণের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। তাছাড়া যে পাঁচজন শিক্ষক ও একজন কর্মচারীর এমপিও হয়েছে, জুনিয়র স্কুল স্কেলে তাদেরও সমস্যা হচ্ছে। বিদ্যালয়টি পুরোপুরি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় আর্থিক সংকটে ভুগছে শিক্ষক ও কর্মচারীরা। চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্রের সংকটও রয়েছে। বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে হাজী অসিমদ্দিন ভূঁইয়া সড়ক। সড়কটি সারা বছরই জলাবদ্ধ থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের জুতা, মোজা, কাপড় ভিজিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। বিদ্যালয়টির নিচতলা ও মাঠ সামান্য বৃষ্টিতেই ডুবে যায়। ফলে জলাবদ্ধতার কারণে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন যুগান্তরকে বলেন, আমি বিদ্যালয়ে যোগদান করে দেখি বেড়ার ঘর, ২৩১ জন ছাত্রছাত্রী, আসবাবপত্র নেই। তখন আমার চেষ্টায় ২০০৪ সালে বিদ্যালয়টি জুনিয়র স্কুল হিসেবে এমপিওভুক্ত করা হয়। ২০০৫ সালে ফ্যাসেলেটিজ বিভাগ থেকে বিদ্যালয়টিতে ১১ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। ৬০ জোড়া বেঞ্চ শিক্ষা অধিদফতর থেকে বরাদ্দ দেয়া হয়। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জিএম কামাল খানের চেষ্টায় ঢাকা-৫ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বিশেষ তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের ভবনটি উর্ধ্বমুখী তৃতীয় ও চতুর্থতলা নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দক্ষতায় বিদ্যালয়টি পিইসি, জেএসসি ও এসএসসিতে ভালো ফল করে আসছে।

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জিএম কামাল খান যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষাকে আমরা বাণিজ্যিকীকরণ করতে চাইনি। সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সন্তান যেন সহজে এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা বিদ্যালয়ের টিনশেড ঘরটি ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ ভবনটি নির্মিত হলে শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।